ব্যাংকিং খাত তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ:
বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

বর্ধিত সার সংক্ষেপ

২২ সেপ্টেম্বর ২০২০*

মো. জুলকারনাইন
অমিত সরকার
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

*পরিমার্জিত সংস্করণ, ২৯ নভেম্বর ২০২০

ব্যাংকিং খাত তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ: বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
ড. সুমাইয়া খায়ের
উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা তত্ত্বাবধান
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান
পরিচালক-গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, *পরিচালক-গবেষণা ও পলিসি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ*
মো. জুলকারনাইন, *ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি*
অমিত সরকার, এসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রাম ম্যানেজার, গবেষণা ও পলিসি

কৃতজ্ঞতা
বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তাবৃন্দ, ব্যাংক পরিচালক, ব্যবসায়ী, ব্যাংক ও আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞ, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, আইনজীবী ও সাংবাদিক যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ তুলে ধরে এই গবেষণা প্রতিবেদনকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর মূল্যবান মতামত প্রদানের জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা ড. সুমাইয়া খায়ের, এবং অন্যান্য সহকর্মী যারা বিভিন্ন পর্যায়ে সহযোগিতা, তথ্য ও মূল্যবান মতামত দিয়ে গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে অবদান রেখেছেন তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (৪র্থ ও ৫ম তলা)
বাড়ি # ৫, সড়ক # ১৬ (নতুন), ২৭ (পুরাতন)
ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: ৮৮-৯১২৪৭৮৮, ৯১২৪৭৮৯, ৯১২৪৭৯২
ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১২৪৯১৫
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

ব্যাংকিং খাত তদারকি ও খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ: বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

(২২ সেপ্টেম্বর ২০২০)

বর্ধিত সার সংক্ষেপ*

১. গবেষণা প্রেক্ষাপট: বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জনগণের আমানতকৃত অর্থ নিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করলেও এই সঞ্চিত অর্থের ওপর আমানতকারীদের সরাসরি কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। আমানতকারীদের পক্ষ থেকে এই আমানতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ বা তদারকি প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২-এর মাধ্যমে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক গঠিত ও পরিচালিত এবং ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ অনুসারে কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারণী ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হিসেবে ব্যাংকিং খাত তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ব্যাংকের সংখ্যা ও এর শাখার সংখ্যা, সঞ্চয় এবং ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত বিস্তার লাভ করে এবং কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, জ্বালানী, পরিবহন ইত্যাদি উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। কিন্তু গত এক দশকে ব্যাংকিং খাতে চলমান অস্থিরতা ও নৈরাজ্য তথা অনিয়ম-দুর্নীতি, ঋণ জালিয়াতি, খেলাপি ঋণের উচ্চ হার, মূলধনের অপর্যাপ্ততা, উচ্চ সুদের হার, তারল্য সংকট ইত্যাদি বিষয় বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন এবং গণমাধ্যমে বহুলভাবে প্রকাশিত হয়। ব্যাংকিং খাত থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমানতকারী তথা সাধারণ জনগণের অর্থ দীর্ঘদিন ধরেই খেলাপি ঋণের মাধ্যমে আত্মসাৎ হচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০১১ সালের মধ্যে খেলাপি ঋণ উল্লেখযোগ্য হারে ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেলেও ২০১২ সাল থেকে পরবর্তী সময়ে খেলাপি ঋণের হার পুনরায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই খেলাপি ঋণসমূহ সকল ক্ষেত্রেই অনিচ্ছাকৃত ও ব্যবসা সংকটজনিত নয়। অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে গৃহীত ঋণ ইচ্ছেকৃতভাবে খেলাপি হওয়ার মাধ্যমে আত্মসাতের ঘটনাসমূহ ব্যাংকিং খাত বিশেষত খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করে।

১.১ গবেষণা যৌক্তিকতা: বাংলাদেশের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ব্যাংকিং খাতে সুশাসন উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, সরকারি ব্যাংকসমূহে তদারকি বৃদ্ধি, খেলাপি ঋণ হ্রাস, এবং নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর মান বৃদ্ধিতে কার্যাবলি গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১-এ আইনের শাসন ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। এছাড়া টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১৬.৬ লক্ষ্যমাত্রায় সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও স্বচ্ছ প্রতিষ্ঠানের বিকাশ এবং ১৬.৫ লক্ষ্যমাত্রায় সকল প্রকার দুর্নীতি ও ঘুষ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করার কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন ও নিবন্ধে ব্যাংকিং খাতে দুর্নীতির বিষয়গুলো উঠে আসলেও বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্মকাণ্ডে সুশাসন বিষয়ক নিবিড় গবেষণার ঘাটতি রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ সেবাখাতসমূহ ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গবেষণা টিআইবি'র অব্যাহত কার্যক্রমের অংশ। তারই ধরাবাহিকতায় ব্যাংকিং খাত বিশেষত ঋণ ব্যবস্থাপনায় সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রক ও তদারকি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের এসংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহ সুশাসনের আলোকে পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা থেকে এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করা হয়েছে।

১.২ গবেষণা উদ্দেশ্য ও পরিধি: এই গবেষণার সার্বিক উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশ ব্যাংকের সুশাসনের চ্যালেঞ্জসমূহ পর্যালোচনা করা। এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে রয়েছে-

- নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সংশ্লিষ্ট আইনি ও নীতি কাঠামো পর্যালোচনা করা
- নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কর্মকাণ্ডে সুশাসনের ঘাটতি ও এর কারণসমূহ চিহ্নিত করা
- গবেষণা ফলাফলের ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করা

এই গবেষণায় রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের ঋণ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি ভূমিকা পর্যালোচনা করে সুশাসনের বিভিন্ন সূচকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিদ্যমান খেলাপি ঋণের পরিমাণ বিবেচনা করে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকগুলোর মধ্যে থেকে শুধুমাত্র রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের

* ২০২০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ঢাকায় প্রকাশিত খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায় শীর্ষক গবেষণার সার সংক্ষেপ

তাদরকি কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাংকিং কার্যক্রম বিশেষত ঋণ ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি কাঠামো, এ সংশ্লিষ্ট তদারকি কার্যক্রমে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভাগসমূহের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়। যার মধ্যে ব্যাংকিং কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে নীতি ও প্রবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া, অফসাইট তদারকি, ঋণ তথ্য পর্যালোচনা, অনসাইট তদারকি, সমন্বিত তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া তদারকি কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের ভূমিকাও (রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ব্যাংক এসোসিয়েশনসমূহ, ব্যবসায়ী, ঋণ গ্রহীতা ইত্যাদি) পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই গবেষণায় ২০১০ সাল থেকে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বিবেচনা করা হয়েছে।

১.৩ গবেষণা পদ্ধতি: এই গবেষণাটি মূলত একটি গুণগত গবেষণা, তবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বিষয় ও তথ্যদাতার ধরনভেদে পৃথক চেকলিস্ট ব্যবহার করে মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের বর্তমান ও সাবেক কর্মকর্তা, ব্যাংক পরিচালক, ব্যাংক ও আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞ, গবেষক, অর্থনীতিবিদ, ব্যবসায়ী, আইনজীবী এবং সাংবাদিক। সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি, প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদন ও গবেষণা নিবন্ধ, বার্ষিক প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, প্রাসঙ্গিক দলিল ইত্যাদি হতে পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এই গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের সময়কাল ছিল জানুয়ারি ২০১৯ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত।

১.৪ গবেষণার বিশ্লেষণ কাঠামো: পরোক্ষ তথ্য পর্যালোচনায় ব্যাংকিং কার্যক্রমে বিশেষত ঋণ ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বাধা বা চ্যালেঞ্জসমূহ পাওয়া যায় তা বিবেচনা সাপেক্ষে এবং ব্যাংকিং বিষয় সংশ্লিষ্ট গবেষণায় বহুল ব্যবহৃত সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে এই গবেষণার বিশ্লেষণ কাঠামো তৈরি করা হয়েছে।

সারণী ১: বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসন নির্দেশক	উপ-নির্দেশক/ক্ষেত্রসমূহ
কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা	**আইনি কাঠামো:** প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির স্বাধীনতা, সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা, নীতি ও প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা
	বাহ্যিক প্রভাবক: আইন ও ব্যাংকিং নীতি প্রণয়ন, বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্ষদ গঠন, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং আইনের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে সরকার, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের ভূমিকা
তদারকি সক্ষমতা	নেতৃত্ব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা, দায়িত্ব/ক্ষমতা অর্পণ, তদারকি কৌশল (অফসাইট ও অনসাইট তদারকি) এবং জনবল ও কারিগরি সক্ষমতা
স্বচ্ছতা	ব্যাংকিং প্রতিবেদন, নীতি প্রণয়নের ব্যাখ্যা, সভার কার্যবিবরণী ও ভোট সংক্রান্ত তথ্য এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্ষদ সদস্য, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ
জবাবদিহিতা	পরিচালনা পর্ষদ এবং সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ বিভিন্ন অংশীজনের ভূমিকা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া
অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ	তদারকি কাজে বিদ্যমান অনিয়ম-দুর্নীতির ধরন, ক্ষেত্র, কারণ, অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে গৃহীত পদক্ষেপ, স্বার্থের দ্বন্দ্ব নিরসন

২. গবেষণা ফলাফল: গবেষণায় বিশ্লেষণ কাঠামোয় উল্লিখিত সুশাসনের সূচক অনুসারে গবেষণায় সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণে প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য ফলাফল তুলে ধরা হলো-

২.১ বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণের চিত্র

২০০৯ সালের শুরুতে দেশের ব্যাংক খাতে খেলাপি ঋণ ছিল ২২ হাজার ৪৮১ কোটি টাকা যা সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বেড়ে দাঁড়ায় এক লক্ষ ১৬ হাজার ২৮৮ কোটি টাকা। অর্থাৎ উক্ত সময়ে বছরে গড়ে নয় হাজার ৩৮০ কোটি টাকা খেলাপি হয়েছে। এই বৃদ্ধির পরিমাণ প্রায় ৪১৭ শতাংশ, যদিও একই সময়ে মোট ঋণ বৃদ্ধির হার ৩১২ শতাংশ। তবে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী জুন ২০১৯ পর্যন্ত খেলাপি ঋণের (১১২,৪২৫ কোটি টাকা) সাথে বারবার পুনর্গঠিত ও পুনঃতফসিলীকৃত এবং উচ্চ

আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশ প্রাপ্ত খেলাপি ঋণ যোগ করে ব্যাংকিং খাতে খেলাপি ঋণের প্রকৃত পরিমাণ ছিল দুই লক্ষ ৪০ হাজার ১৬৭ কোটি টাকা। অপর একটি প্রতিবেদন অনুসারে আইএমএফ উল্লিখিত খেলাপি ঋণের এই পরিমাণের সাথে অবলোপনকৃত খেলাপি ঋণ (৫৪,৪৬৩ কোটি টাকা) যোগ করে জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রকৃত খেলাপি ঋণের পরিমাণ প্রায় তিন লক্ষ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ ঋণ বর্তমান ব্যাংকিং খাতে অন্যতম একটি চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন সময়ে খেলাপি ঋণ হ্রাস এবং ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হলেও তা কার্যকর না করে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক বার বার ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ ও পুনর্গঠনের সুযোগ প্রদান করা হয়। সর্বশেষ মে ২০১৯ এ বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি নির্দেশনায় খেলাপি ঋণের মাত্র দুই শতাংশ ফেরত দিয়ে পুনঃতফসিলীকরণের মাধ্যমে ১০ বছরের মধ্যে ঋণ পরিশোধের সুযোগ প্রদান করা হয়। এভাবে পুনঃতফসিলের মাধ্যমে খেলাপি ঋণ আদায় না করেই সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে প্রায় ২৪ হাজার কোটি টাকা খেলাপি ঋণ কমিয়ে মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ৯২ হাজার ৫১০ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ হিসেবে দেখানো হয়। ঋণ খেলাপিদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা প্রদান ও খেলাপি ঋণ কম দেখাতে বিবিধ কৌশল অবলম্বন সত্ত্বেও জুন ২০২০-এ খেলাপি ঋণের পরিমাণ পুনরায় বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯৬ হাজার ১১৭ কোটি টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের খেলাপি ঋণের কারণে সৃষ্ট মূলধন ঘাটতি মেটাতে ২০১২-১৩ অর্থ বছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থ বছর পর্যন্ত সরকার কর্তৃক ১২ হাজার ৪৭২ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হয়। বাংলাদেশে এই বিপুল পরিমাণে খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংকিং খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং আমানতকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে প্রধানত দুই ধরনের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ লক্ষ করা যায়। এক হচ্ছে বাহ্যিক চ্যালেঞ্জ যার মধ্যে রয়েছে আইনি সীমাবদ্ধতা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এবং ব্যবসায়িক প্রভাব। আর অপরটি হচ্ছে অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ যার মধ্যে রয়েছে নেতৃত্বের সক্ষমতায় ঘাটতি, তদারকি সক্ষমতায় ঘাটতি, বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতায় ঘাটতি এবং তদারকি কাজে সংঘটিত অনিয়ম দুর্নীতি।

২.২ বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীন নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমে বাহ্যিক চ্যালেঞ্জসমূহ

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীন এবং পর্যাপ্ত ক্ষমতা তদারকির ক্ষেত্রে কার্যকর ফলাফল নিয়ে আসে। কার্যকর তদারকির জন্য শক্তিশালী ও স্বাধীন তদারকি প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক স্বাধীনভাবে ব্যাংক খাত তদারকি ও ঋণ নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনটি বাধা লক্ষ্য করা যায়-

১. **আইন ও নীতি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা:** বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি কাঠামোর কিছু সীমাবদ্ধতা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতাকে খর্ব করে, নিয়ন্ত্রক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকাকে সীমিত করে এবং ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করে।

২. **রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ:** ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ব্যবসায়ী অংশ কর্তৃক তাদের ইচ্ছে অনুসারে আইন পরিবর্তন, ব্যাংকিং খাতে ব্যবসায়ীদের অবাধ প্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালন প্রক্রিয়া প্রভাবিত করা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতের দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ প্রবর্তন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতাকে খর্ব করা।

৩. **ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর প্রভাব:** একটি ব্যবসায়িক গোষ্ঠী কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা, তাদের ইচ্ছে অনুসারে ব্যাংকিং নীতি প্রণয়ন ও পরিবর্তন, বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে বাধ্য করা, তদারকি নিয়ম-নীতি উপেক্ষা ও আইনের লঙ্ঘন এবং ঋণ গ্রহণে সিন্ডিকেট তৈরির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতা খর্ব করা।

২.২.১ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা: আইনি কাঠামোর সীমাবদ্ধতা: ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি সংশ্লিষ্ট উল্লেখযোগ্য আইন ও অধ্যাদেশের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২, ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১, অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩, দেউলিয়া বিষয়ক আইন, ১৯৯৭, বাংলাদেশ ব্যাংক ন্যাশনালাইজেশন অর্ডার, ১৯৭২ ইত্যাদি। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রণীত প্রুডেনশিয়াল প্রবিধানের (Prudential regulation) মধ্যে রয়েছে, মূলধন পর্যাপ্ততা নীতি, ঋণ শ্রেণিকরণ ও নিরাপত্তা সঞ্চিতি নীতি, একক বৃহত্তম ঋণ সীমা নীতি, ঋণ পুনঃতফসিল নীতি, অবলোপন নীতি, ব্যাংক ব্যবস্থাপনায় কর্পোরেট গভর্নেন্স, ব্যাংকের পরিচালক নিয়োগসহ বিভিন্ন কমিটি গঠন নীতিমালা ও গাইডলাইন ইত্যাদি। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির জন্য বিদ্যমান আইন কাঠামোতে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা প্রত্যক্ষভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতাকে খর্ব করে, নিয়ন্ত্রণ ও তাদরকি কার্যক্রমকে দুর্বল বা সীমিত করে এবং রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের হস্তক্ষেপের সুযোগ সৃষ্টি করে। আইনের এসকল সীমাবদ্ধতা ব্যাংকিং খাতে কতিপয় ব্যবসায়িক গোষ্ঠীকে ব্যাংকিং খাতে পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয় এবং খেলাপি ঋণকে বৃদ্ধিতে সহায়ক হিসেবে কাজ করে। নিম্নে এসকল আইনের সীমাবদ্ধতাসমূহ একটি ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো-

বিষয়	সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা	সীমাবদ্ধতা/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ/ফলাফল
বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২		

বিষয়	সংশ্লিষ্ট আইনের ধারা	সীমাবদ্ধতা/প্রায়োগিক চ্যালেঞ্জ/ফলাফল
গভর্নর এবং ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ ও অপসারণ	সরকার নির্ধারিত শর্তাবলী পূরণ সাপেক্ষে গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগের কথা বলা হয়েছে [১০(৩)(৪)]	▪ চারটি ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও অনুকরণীয় চর্চা অনুসরণে ঘাটতি ▪ নিয়োগ ও অপসারণে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান এবং প্রক্রিয়া সুস্পষ্ট না থাকায় স্বচ্ছতার ঘাটতি ▪ অর্থমন্ত্রণালয় কর্তৃক রাজনৈতিক বিবেচনায় গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর ও পর্ষদ সদস্য নিয়োগ; চেক এন্ড ব্যালান্সের ঘাটতি ▪ ব্যক্তি বিশেষে যোগ্যতার শর্ত পরিবর্তন ▪ পর্ষদে কর্মরত/অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তার আধিক্য ▪ উল্লিখিত বিষয়সমূহ বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করে
	আইনে উল্লিখিত যোগ্যতার শর্ত পূরণে ব্যর্থ, দায়িত্ব পালনে অসমর্থ, অর্পিত বিশ্বাস ভঙ্গ বা বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বার্থ পরিপন্থি কাজে লিপ্ত হলে সরকার তাকে অপসারণ করতে পারবে [১৫(১)]	
পর্ষদ গঠন ও বিলুপ্তকরণ	গভর্নর, একজন ডেপুটি গভর্নর, সরকার কর্তৃক মনোনীত তিনজন সরকারি কর্মকর্তা ও এর বাইরে চারজন (সরকারের মতে যাদের ব্যাংকিং, ব্যবসা, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা রয়েছে) [৯(৩)]	
	আইন কর্তৃক নির্ধারিত কোনো দায়িত্ব পালনে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যর্থ বলে সরকারের কাছে প্রতীয়মান হলে গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে সমগ্র পরিচালনা পর্ষদকে রহিত করার ক্ষমতা সরকারের, [৭৭(১)]	
প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা	বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে সাধারণ তদারকি ও পরিচালনা ক্ষমতা একটি পরিচালনা পর্ষদের হাতে ন্যস্ত থাকবে [৯(২)]	পর্ষদের কাঠামো ও এর গঠন প্রক্রিয়ার আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে এই ক্ষমতার স্বাধীন চর্চা বা প্রয়োগকে সীমিত করেছে
ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১		
বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি ক্ষমতা	ব্যাংক বা আমানতকারীদের স্বার্থবিরোধী ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হলে তা প্রতিরোধে যে কোন ব্যাংকের চেয়ারম্যান, পরিচালক বা প্রধান নির্বাহীকে অপসারণের ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংকের থাকলেও [ধারা ৪৬(১)], রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা প্রযোজ্য নয় [৪৬ (৬)]	রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক তদারকির এ সীমাবদ্ধতা ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাকে খর্ব করে যা ব্যাসেল মূলনীতির সাথে সাংঘর্ষিক
সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও দণ্ড প্রদানের ক্ষমতার	কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনা পালনে একাধিকবার ব্যর্থ বা আমানতকারীর ক্ষতি করছে এমন ব্যাংককে অধিগ্রহণ, সাময়িক স্থগিতকরণ, একত্রীকরণ বা পুনর্গঠনের ক্ষমতা সরকারের উপর ন্যস্ত [ব্যাংক কোম্পানী আইন, ধারা ৫৮, ৭৭]	বিধি-বিধান লঙ্ঘনকারী ব্যাংক অধিগ্রহণ, অবসায়ন বা সাময়িক বন্ধের ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতা খর্ব করে

২.২.১.১ ব্যাংক তদারকির আইনি কাঠামোতে ব্যাসেল নীতি অনুসরণে ঘাটতি: ব্যাংকসমূহের ঝুঁকিপ্রবণ সম্পদ হ্রাস ও আর্থিক অবস্থাকে দৃঢ় করতে কিছু আদর্শ বা নিয়ম নিয়ে দ্য ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন ১৯৭৪ সাল থেকে কাজ করছে। বাংলাদেশের বিদ্যমান আইনের ব্যাংক তদারকি বিষয়ক ধারাসমূহ ব্যাসেল কমিটি কর্তৃক প্রণীত ব্যাংক তদারকির কার্যকর মূলনীতির (কোর প্রিন্সিপলস অব ইফেকটিভ ব্যাংকিং সুপারভিশন) ১ ও ২- এ নির্ধারিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা, উদ্দেশ্য, দায়িত্ব, ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

ব্যাসেল নীতি	বাংলাদেশের প্রাসঙ্গিক আইন	
	নীতির উপস্থিতি	ঘাটতিসমূহ
তদারকি কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও উদ্দেশ্য (সুস্থ ও নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা) নির্ধারণ	আংশিক	ব্যাংক তদারকি বিষয়ক প্রাথমিক উদ্দেশ্যের অনুপস্থিতি

ব্যাসেল নীতি	বাংলাদেশের প্রাসঙ্গিক আইন	
	নীতির উপস্থিতি	ঘাটতিসমূহ
তদারকি প্রতিষ্ঠানের স্বাধীনতা, জবাবদিহিতা এবং পরিচালনা কাঠামো নির্ধারণ	আংশিক	আইনে সরকারি হস্তক্ষেপের সুযোগ বিদ্যমান
প্রধান নির্বাহী এবং পর্ষদ সদস্য নিয়োগ ও অপসারণের প্রক্রিয়া সুস্পষ্টকরণ	×	আইনে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট প্রক্রিয়ার অনুপস্থিতি
তদারকি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা প্রদান	আংশিক	ব্যাংক অবসায়ন/একত্রীকরণ ও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালক অপসারণের ক্ষমতা নেই
বিধি-বিধানের প্রতিপালন নিশ্চিতে যে কোনো ব্যাংকে প্রবেশের ক্ষমতা প্রদান	√	ক্ষমতা থাকলেও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ
প্রুডেন্সিয়াল মানদণ্ড নির্ধারণ এবং তা সংশোধন করার ক্ষমতা প্রদান	√	ক্ষমতা থাকলেও নীতি দখলের চর্চা বিদ্যমান

২.২.১.২ খেলাপি ঋণ সংশ্লিষ্ট আইন বা নীতির অনুপস্থিতি

'ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপি'র সংজ্ঞা এবং উপযুক্তমাত্রায় শাস্তি নির্ধারণ না করা: বাংলাদেশের প্রচলিত আইনি কাঠামোতে সাধারণভাবে খেলাপি ঋণ গ্রহীতার সংজ্ঞা নির্ধারিত থাকলেও ইচ্ছেকৃত ঋণ খেলাপি হিসেবে কারা চিহ্নিত হবে, সে বিষয়ে আইনি কাঠামোতে কোন মানদণ্ড কিংবা সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়নি এবং ইচ্ছেকৃত ঋণখেলাপি হওয়াকে আইনে সুনির্দিষ্টভাবে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা ও ঋণের পরিমাণভেদে শাস্তি নির্ধারণ হয়নি। ফলে সরকার কর্তৃক খেলাপি ঋণ পুনরুদ্ধারে ঋণ খেলাপিদের জন্য প্রদত্ত সুবিধাদি ও প্রণোদনাসমূহ সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য প্রযোজ্য হওয়ায় ঢালাওভাবে ইচ্ছেকৃত ঋণখেলাপিরাও ভোগ করে থাকে।

সার্বিকভাবে ব্যাংকিং খাতে ব্যক্তি ও গ্রুপের সর্বোচ্চ ঋণসীমা নির্ধারণ: একক ব্যক্তি বা গ্রুপ একটি ব্যাংক থেকে সর্বোচ্চ কী পরিমান ঋণ সংগ্রহ করতে পারবে তা একক বৃহত্তম ঋণ সীমা নীতিমালায় নির্ধারিত হলেও একক ব্যক্তি বা গ্রুপ সার্বিকভাবে ব্যাংকিং খাত হতে কি পরিমাণ ঋণ সংগ্রহ করতে পারবে সে বিষয়টি উল্লেখ না থাকার সুযোগে ঋণ গ্রহীতারা বিশেষত ইচ্ছাকৃত ঋণ খেলাপিরা বিভিন্ন কৌশল ও যোগসাজশের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংক হতে ঋণ বের করে নিচ্ছে যার উল্লেখযোগ্য অংশ পরবর্তিতে খেলাপি হয়ে পড়ছে। বর্তমানে ৭ বা ১০ জন করে শীর্ষ ঋণ গ্রহীতা খেলাপি হলে যথাক্রমে ৩৫ টি এবং ৩৭ টি ব্যাংক মূলধন সংকটে পরবে।

২.২.২ ব্যবসায়ী কর্তৃক আইন ও নীতি দখল:

রাজনৈতিক প্রভাবে আইন পরিবর্তন ও প্রণয়ন: ব্যবসায়ী ও ব্যাংক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্ষমতাধর ব্যক্তিবর্গের প্রভাবে ব্যবসায়ীদের অনুকূলে আইন পরিবর্তন এবং নানাভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীন নীতি ও বিধি-বিধান প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করা হয়, যা বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমে চ্যালেঞ্জ তৈরি এবং খেলাপি ঋণের সুযোগ সৃষ্টি করে। যেমন, ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর নিম্নোক্ত ধারাসমূহ সংশোধনের মাধ্যমে কিছু পরিবারের হাতে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়-

- একই পরিবার থেকে ২ জনের পরিবর্তে ৪ জন পর্যন্ত পরিচালক রাখার বিধান
- পরিচালকের মেয়াদ পরপর দুইবারে সর্বোচ্চ ছয় বছরের পরিবর্তে পরপর তিনবারে সর্বোচ্চ নয় বছর থাকার বিধান (এছাড়াও একই পরিবারের চারজন সদস্যের বাইরে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনকে পরিচালক হিসেবে নিয়োগের সুযোগও বিদ্যমান)

এছাড়াও বিভিন্ন সমালোচনা থাকা সত্ত্বেও একই ব্যক্তিকে গভর্নর হিসেবে পুনঃনিয়োগ দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ সংশোধন করে গভর্নরের বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হয়।

প্রুডেনশিয়াল রেগুলেশন সংশোধন: ব্যবসায়ীদের চাপে এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের বেশ কিছু প্রুডেনশিয়াল প্রবিধানও পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তনের ফলে খেলাপি ঋণ কাগজে কলমে কম দেখানো যায়, নিয়মিত ঋণ গ্রহীতার চেয়ে ইচ্ছেকৃত খেলাপিদের জন্য সহজ শর্ত আরোপ করা হয়। এক্ষেত্রে, উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহের মধ্যে রয়েছে ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন পরিশোধ, ঋণ অবলোপন, ঋণ শ্রেণিকরণ সংক্রান্ত নীতিমালা সংশোধন।

নীতিমালা	পরিবর্তন	পর্যবেক্ষণ ও ফলাফল
ঋণ পুনঃতফসিল ও এককালীন পরিশোধ	খেলাপি ঋণের ২% ডাউন পেমেন্টের মাধ্যমে ১০ বছরের জন্য পুনঃতফসিল	নিয়মিত ঋণ গ্রহীতার চেয়ে ইচ্ছেকৃত খেলাপিদের জন্য সহজ শর্ত; নিয়মিত ঋণ গ্রহীতাকে খেলাপি হতে উৎসাহী করা
ঋণ অবলোপন	মন্দমানের খেলাপি ঋণের সময়কাল পাঁচ বছরের স্থলে তিন বছরে অবলোপনের সুযোগ; শতভাগ নিরাপত্তা সঞ্চিতির বিধান শিথিল	খেলাপি ঋণ কাগজে কলমে কম দেখানো; খেলাপি ঋণকে উৎসাহিত করা এবং অবলোপনকৃত ঋণ আদায়ে ব্যাংকের তৎপরতা হ্রাস করা
ঋণ শ্রেণিকরণ	আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য মানদণ্ড অনুসরণ না করে শ্রেণিকৃত ঋণের প্রতিধাপে তিনমাস করে সময় বৃদ্ধি	খেলাপি ঋণ কাগজে কলমে কম দেখানো: আন্তজার্তিক পর্যায়ে ব্যাংকিং প্রতিবেদনসমূহের বস্তুনিষ্ঠতা হারানো এবং বৈদেশিক লেনদেন বা এলসি বিলের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাবের ঝুঁকি সৃষ্টি

আগ্রাসী ব্যাংকিং এর কারণে সৃষ্ট তারল্য সংকট কাটাতে বিভিন্ন অজুহাতে বারবার ঋণ আমানত অনুপাত (এডিআর) হার বৃদ্ধি, নগদ জমা সংরক্ষণ (সিআরআর) ও রেপো রেট হ্রাসের ঘটনা লক্ষ করা যায় এবং সম্প্রতি সময়ে করোনা পরিস্থিতিতে 'ইন্টার্নাল ক্রেডিট রিস্ক রেটিং' কে শিথিল করে ঋণ খেলাপিদের প্রণোদনা গ্রহণের সুযোগও সৃষ্টি করা হয়।

২.২.৩ বাহ্যিক প্রভাব/হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ব্যাংক খাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা: বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত ও তদারকি নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় নিম্নোক্ত উপায়ে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে কয়েকটি ব্যবসায়ী গ্রুপ কর্তৃক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

২.২.৩.১ রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে নতুন ব্যাংকের লাইসেন্স অর্জন: প্রয়োজনীয়তা না থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র রাজনৈতিক বিবেচনায় ২০০৯ সালের পর থেকে ১৪টি নতুন ব্যাংকের অনুমোদন দিতে বাংলাদেশ ব্যাংককে প্রভাবিত/বাধ্য করা হয়। নতুন ব্যাংকগুলোর উদ্যোক্তার মধ্যে মন্ত্রী, সাংসদ, ও তাদের পরিবারের সদস্য, ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মী, ছাত্র সংগঠনের নেতা, রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী বিভিন্ন পেশাজীবী গ্রুপ উল্লেখযোগ্য। নতুন ব্যাংকের ইক্যুইটি ক্যাপিটালের বিনিয়োগকৃত অর্থ আয়কর রিটার্নে ঘোষিত সম্পদ থেকে পরিশোধের বিধান থাকলেও অনেকগুলো ব্যাংকে 'কালো টাকা' বিনিয়োগের অভিযোগ রয়েছে।

২.২.৩.২ শেয়ার ক্রয় ও হস্তান্তরে আইন লঙ্ঘন: একক বা যৌথভাবে কোনো ব্যাংকের দশ শতাংশের বেশি শেয়ার ক্রয় না করার বিধান থাকলেও বিভিন্ন ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে স্বেচ্ছায় বা রাজনৈতিক প্রভাবে বাধ্য করে নামে-বেনামে কতিপয় ব্যবসায়ী কর্তৃক অধিক শেয়ার ক্রয়ের অভিযোগ রয়েছে। একটি ব্যবসায়ী গ্রুপ কর্তৃক ১৪টি প্রতিষ্ঠানের নামে একটি ব্যাংকের ২৮ শতাংশ এবং সাতটি প্রতিষ্ঠানের নামে অপর একটি ব্যাংকের ১৪ শতাংশ শেয়ার ক্রয়। এ বিষয়ে অবগত হওয়া সত্ত্বেও এর মধ্যে একটি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় রদবদল কাজে অনুমোদন দিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মকর্তাদের গভীর রাত পর্যন্ত অফিসে অবস্থান। এই ব্যবসায়ীর হাতে নয়টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

২.২.৩.৩ বাণিজ্যিক ব্যাংকে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় পর্ষদ গঠনে আইনের লঙ্ঘন: বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের পরিচালনা পর্ষদ বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে নির্বাচনের কথা থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা পূর্বনির্ধারিত থাকে। একক পরিবারের পরিচালক সীমা লঙ্ঘন করে একাধিক ব্যাংকে একই পরিবারের চারের অধিক পরিচালক নিয়োগ করা হয়। একটি ব্যাংকে স্বামী, স্ত্রী, দুই পুত্র, মেয়ে ও নাতিসহ একই পরিবারের ছয় জন পরিচালক রাখা হয়েছে। বিশ্বব্যাপি ব্যাংক পরিচালক হিসেবে ব্যাংকের উদ্যোক্তা/শেয়ারধারক নন এমন বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তিদের নিয়োগের চর্চা থাকলেও বাংলাদেশে এর বিপরীত চিত্র লক্ষ করা যায়। ব্যাংক পরিচালনায় পরিবারতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আত্মীয় বা স্বজনদের মধ্যে থেকে অযোগ্য ও অদক্ষ পরিচালক নিয়োগ করা হয়। পরিচালক হতে ব্যাংক/ব্যবস্থাপনা বা পেশাগতভাবে দশ বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক হলেও অনেক ব্যাংকে ব্যক্তি সম্পর্কের ভিত্তিতে অনভিজ্ঞ পরিচালক নিয়োগ করা হয়। এছাড়া আইন লঙ্ঘন করে বিভিন্ন ব্যাংকে একাধিক ঋণ খেলাপি পরিচালক বিদ্যমান থাকার নজিরও লক্ষ করা যায়।

২.২.৩.৪ নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকে অনুগত প্রধান নির্বাহী নিয়োগ: বাংলাদেশ ব্যাংকের আপত্তি উপেক্ষা করে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রধান নির্বাহী হিসেবে নিয়োগের দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায়। প্রধান নির্বাহীর পদ তিন মাসের বেশি শূন্য না রাখার বিধান থাকলেও একটি ব্যাংকে এক বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী রাখা হয়। অপর একটি ব্যাংকে পরিচালনা পর্ষদের অযাচিত হস্তক্ষেপে তিন বছরে তিনজন প্রধান নির্বাহীর পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

২.২.৩.৫ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালনা কাঠামো নিয়ন্ত্রণ: বাংলাদেশে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক বাংলাদেশ ব্যাংক হলেও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের নীতি নির্ধারণী ও ব্যবস্থাপনা বিষয়সমূহ অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের মতে

বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতাকে খর্ব করতে ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ পুনরায় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা হয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রম সীমিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সাথে সাথে এই বিভাগ অনেক ক্ষেত্রে বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমেও হস্তক্ষেপ করে থাকে। যেমন, অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে একটি বেসরকারি ব্যাংকের চেয়ারম্যানের অপসারণ স্থগিত করানোর চেষ্টা করা হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের কর্মী বা রাজনৈতিক মতাদর্শের ব্যক্তিদের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে এমন লোকদের পরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে যারা শুধুমাত্র বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকের সুপারিশ সত্ত্বেও একটি ব্যাংকের অভিযুক্ত চেয়ারম্যানকে অপসারণ না করার দৃষ্টান্তও লক্ষ করা যায়।

২.২.৩.৬ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী নিয়োগে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরামর্শ উপেক্ষা: অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয়। একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কিছু অনিয়মের অভিযোগ থাকায় বাংলাদেশ ব্যাংক তার মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে আপত্তি জানায়। কিন্তু তাদের আপত্তিকে উপেক্ষা করে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তাকে পুনঃনিয়োগ দেওয়া হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদন দিতে বাধ্য হয়। অপর একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের একটি শাখার একজন মহাব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে বহুল আলোচতি একটি ব্যাংক কেলেঙ্কারীতে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ সত্ত্বেও তাকে পদোন্নতি দিয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে উক্ত ব্যাংকে নিয়োগ দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে বৃহৎ ঋণ খেলাপি এবং প্রভাবশালী ব্যবসায়ীদের যোগসাজশে ও রাজনৈতিক তদবিরের মাধ্যমে অথবা মন্ত্রণালয়রে কর্মকর্তাদের একাংশের অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়।

২.২.৪ যোগসাজশ/সিন্ডিকেশনের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ ও খেলাপি দায় এড়ানো: কতিপয় ব্যবসায়ী-শিল্পগ্রুপ, তাদের নিযুক্ত পরিচালক ও উচ্চ পদস্থ ব্যাংকার, রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগকৃত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের পরিচালক ও উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, এবং কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তির পারস্পরিক যোগসাজশের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে বিপুল পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করা হয়। জাতীয় সংসদের একটি অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী ৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত দেশের ৫৫টি ব্যাংক থেকে ব্যাংকগুলোর পরিচালকরা একে অন্যের ব্যাংক থেকে এক লাখ ৭১ হাজার ৬১৬ কোটি ১২ লাখ ৪৭ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছেন, যা ব্যাংকগুলোর বিতরণ করা মোট ঋণের ১১ দশমিক ২১ শতাংশ। পরিচালকদের নিজ ব্যাংক থেকে নেওয়া ঋণের পরিমাণ এক হাজার ৬১৪ কোটি ৭৭ লাখ ১৭ হাজার টাকা, যা মোট বিতরণকৃত ঋণের শূন্য দশমিক ১৭ শতাংশ। এছাড়া এসকল ব্যাংক পরিচালকের বিরুদ্ধে বেনামেও প্রচুর ঋণ গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। এসকল ঋণের বিপুল পরিমাণ অংশ পরবর্তীতে খেলাপি হয়ে যায় এবং প্রভাবের মাধ্যমে এই খেলাপি ঋণে বারবার সুদ মওকুফ, পুনঃতফসিল, পুনর্গঠন ও অবলোপন ইত্যাদি বাড়তি সুবিধা নেওয়া হয়ে থাকে। এসকল যোগসাজশ বা সিন্ডিকেশনের কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ওপর অধিক খেলাপি ঋণের বোঝা তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য ৫০ শতাংশের অধিক খেলাপি ঋণের বোঝা এই ছয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ওপর রয়েছে। যোগসাজশ থাকার কারণে ঋণ খেলাপি পরিচালকের বিরুদ্ধে ঋণ প্রদানকারী ব্যাংক হতে বাংলাদেশ ব্যাংককে নোটিশ প্রদান না করায় ঋণ খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক পদক্ষেপ/ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা আদালত হতে উক্ত বিষয়ে স্থগিতাদেশ নিয়ে আসা হয়। এবং অনেক ক্ষেত্রে যোগসাজশে বৃহৎ খেলাপি ঋণ সংক্রান্ত মামলা কার্যক্রম দুর্বল করার মাধ্যমে ঋণ খেলাপির অনুকূলে রায় হয়। যেমন, একটি বেসরকারি ব্যাংকের চেয়ারম্যান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নেওয়া প্রায় ৮০০০ কোটি টাকা ঋণের মধ্যে ৫০০০ কোটি টাকা খেলাপি ঋণ-যা একাধিকবার পুনর্গঠিত হয় এবং পরবর্তীতে আবার খেলাপি হলেও তিনি কখনও খেলাপি হিসেবে চিহ্নিত হন না।

২.২.৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা কাঠামো নিয়ন্ত্রণ: ব্যাংকিং খাতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক প্রভাবের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কার্যক্রমকে নানাভাবে প্রভাবিত করা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে।

২.২.৫.১ আমলা নির্ভর পরিচালনা পর্ষদ: আন্তর্জাতিক চর্চা অনুসারে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে একজনের বেশি সরকারি কর্মকর্তা রাখা হয় না। কোনো কোনো দেশে তাদের উপস্থিতি থাকলেও পর্ষদে তাদের ভোটাধিকার রাখা হয় না। আইনে উল্লেখ করা যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুসারে খাত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের পর্ষদ সদস্য হিসেবে মনোনয়ন দেওয়া হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের প্রতিবেশী দেশসমূহ যথা নেপাল এবং শ্রীলংকার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পর্ষদে একজন করে এবং ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পর্ষদে দুইজন সরকারি কর্মকর্তা নিয়োগের বিধান রাখা হলেও বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পর্ষদে তিনজন সরকারি কর্মকর্তা রাখা হয়েছে এবং এছাড়া দুইজন সাবেক আমলা এই পর্ষদে রাখা হয়েছে যা পরিচালনা পর্ষদের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ আরোপের ঝুঁকি সৃষ্টি করে।

২.২.৫.২ সরকারের পছন্দ মাফিক গভর্নর নিয়োগ: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রাক্তন গভর্নর, খাত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গভর্নর নিয়োগ বিষয়ক অনুসন্ধান কমিটি করা হয়। যারা গভর্নর নিয়োগ নীতিমালার আলোকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় যোগ্য ও উপযুক্ত গভর্নর পদপ্রার্থীদের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা করে এর মধ্যে থেকে গভর্নর নিয়োগের জন্য সরকারকে সুপারিশ করে। সরকার এই

সুপারিশের ভিত্তিতে গভর্নর নিয়োগ করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশে গভর্নর নিয়োগে কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে সরকারের পছন্দ মাফিক এবং সরকারের অনুগত গভর্নর নিয়োগ করা হয় যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সরকারের বিরোধিতা না করে। বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন গভর্নর পদত্যাগের মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে নতুন একজন গভর্নরকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। যার ব্যাংকিং বিষয়ে জ্ঞানগত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর ঘনিষ্ট হওয়ার কারণে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয় বলে একজন মূখ্য তথ্যদাতা জানান।

২.২.৫.৩ পছন্দমাফিক ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ: অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ দিয়ে থাকে। গভর্নরের মতো ডেপুটি গভর্নর নিয়োগেরও সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা নেই। তবে ডেপুটি গভর্নর নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি অনুসন্ধান কমিটি করা হয়। এই অনুসন্ধান কমিটি গঠনের ক্ষেত্রেও কিছু অনিয়ম সংঘটিত হয়। একটি কমিটির সদস্য হিসেবে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের একজন চেয়ারম্যানকে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অর্থাৎ যাকে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করা হবে সেই নির্ধারণ করে দিচ্ছে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি কে করবে। এই কমিটি কর্তৃক একবার ডেপুটি গভর্নর নিয়োগের যে সুপারিশ করা হয়েছিল তার মধ্যে দু'জনের নামে দুর্নীতি দমন কমিশনে অভিযোগ থাকায় সরকার তা গ্রহণ না করায় পরবর্তীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বয়স সীমা একমাস বৃদ্ধি করে নতুন একজনকে আবেদন করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়। এবং পরবর্তীতে তাকে নিয়োগ দেওয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে বিশেষ শিল্পগোষ্ঠীর প্রভাবে ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ করা হয়, যার ফলে উক্ত শিল্পগ্রুপের স্বার্থসংশ্লিষ্ট অনিয়মের বিরুদ্ধে প্রয়োজনমাফিক দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না।

২.২.৫.৪ তদারকি কার্যক্রমে রাজনৈতিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপ: বাংলাদেশ ব্যাংক যে কোনো ব্যাংকের অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে গেলে শীর্ষ পর্যায়ের বিভিন্ন মন্ত্রী/মন্ত্রণালয় থেকে টেলিফোনে চাপ প্রয়োগ করে ব্যবস্থা গ্রহণে বাধা দেওয়া হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে চাপ দেওয়ার জন্য তার পুরাতন কিছু হিসেবের মধ্যে থেকে ভুল-ত্রুটি খুঁজে বের করে সামনে নিয়ে আসা হয়। এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখিন হওয়ার ভয়ে প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ঝুঁকি কেউ নিতে চায় না। ব্যাংক উদ্যোক্তাদের অধিকাংশ সরাসরি ক্ষমতাসীন দলের অংশ বা সরকারের ঘনিষ্ঠ হওয়ার ফলে আইন লঙ্ঘন করলেও অনেক ক্ষেত্রে তাদের ছাড় দেওয়া হয়ে থাকে। রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে পাঁচটি ব্যাংক পর্ষদ গঠনে অনিয়ম করলেও ব্যাংকসমূহকে ছাড় দেওয়া হয়। এছাড়া দুর্দশাগ্রস্ত ব্যাংকগুলোতে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে একজন পর্যবেক্ষক দেওয়া হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে তাদের কার্যক্রম শুধুমাত্র বোর্ড সভায় উপস্থিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

২.৩ বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি কার্যক্রমে অভ্যন্তরীণ সুশাসনের চ্যালেঞ্জ: বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাধীনতার ঘাটতির পাশাপাশি তদারকি সক্ষমতার ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি লক্ষ করা যায় যা ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির ব্যবস্থাকে দুর্বল করে-

২.৩.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্ব ও তদারকি সক্ষমতায় ঘাটতি: বিগত এক দশকে রাজনৈতিক বিবেচনায় নতুন ব্যাংক অনুমোদন, ব্যবসায়ীদের চাপে বারবার ব্যাংকিং নীতি প্রণয়ন/পরিবর্তন, ব্যাংক পরিচালন ও ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান না নেওয়া ইত্যাদি ঘটনায় ব্যাংকিং খাতসংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক প্রভাব বা প্রেশার গ্রুপের চাপের কাছে গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নদের নমনীয়তা লক্ষনীয়। বিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমানে দুর্বল নের্তৃত্ব ও সদিচ্ছার ঘাটতির কারনে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আইনগতভাবে প্রাপ্ত ক্ষমতাটুকুও চর্চা করতে পারছে না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ করার চেষ্টার নজির লক্ষ করা গেলেও সরকারের চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে পদত্যাগের দৃষ্টান্ত বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রয়েছে। এমনকি বাংলাদেশেও ব্যাংকিং খাত নিয়ন্ত্রণে ক্ষেত্রে পূর্বের গভর্নরদের এই ক্ষমতা প্রয়োগের উদাহরণ রয়েছে। সমঝোতার মাধ্যমে অনৈতিক ঋণ দেওয়া-নেওয়ার অভিযোগে ৩৪ জন ব্যাংক পরিচালককে অপসারণ, একটি ব্যাংকের পর্ষদ সভায় দুই গ্রুপের সংঘর্ষের কারণে সম্পূর্ণ পর্ষদ বাতিল করা এবং পরবর্তীতে অর্থমন্ত্রী কর্তৃক এই সিদ্ধান্ত বিবেচনার সুপারিশ গ্রহণ না করা ইত্যাদি অনেক দৃষ্টান্ত বাংলাদেশ ব্যাংক পূর্বে দেখালেও এ ধরনের উদ্যোগ বর্তমানে খুব একটা দেখা যায় না। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় রাজনৈতিক প্রভাবশালিদের মর্জি মেনে নেওয়া হয়।

২.৩.১.১ জনবল সংকট: বাংলাদেশ ব্যাংকের অফসাইট ও অনসাইট তদারকি সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে বিদ্যমান প্রথম শ্রেণির শূন্যপদের কারণে সৃষ্ট জনবল সংকট তদারকি কার্যক্রমকে সীমাবদ্ধ করে এবং অনিয়ম-দুর্নীতি চিহ্নিত করতে বিলম্ব হয়। ব্যাংকিং পরিদর্শন দলের (ডিবিআই-১ ও ডিবিআই-২) বিভাগে একত্রে ৪৫.৭ শতাংশ প্রথম শ্রেণির পদ শূন্য রয়েছে এবং অফ সাইট সুপারভিশনে ৩৬.৮ শতাংশ পদ শূন্য রয়েছে।

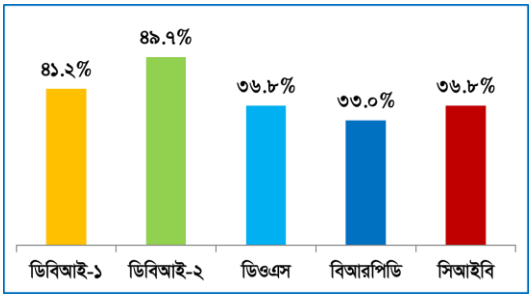

২.৩.১.২ দায়িত্ব-অর্পণের (delegation) ক্ষেত্রে সংকোচনমূলক নীতি: দুই বছর পূর্বেও পরিদর্শন বিভাগের কর্মকর্তাদের সরাসরি যে কোনো ব্যাংক পরিদর্শনের ক্ষমতা থাকলেও বর্তমানে ডেপুটি গভর্নরের পূর্বানুমতি ব্যতীত পরিদর্শন করা যায় না।

২.৩.১.৩ পরিদর্শন সময়কাল ও পরিদর্শন দলে জনবল ঘাটতি: কোনো ব্যাংকের একটি শাখায় নিবিড় পর্যবেক্ষণের জন্য ন্যূনতম ১০-১৫ দিন প্রয়োজন হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিন হতে পাঁচ কর্মদিবসের মধ্যে দুই-তিন জনের একটি পরিদর্শন দল একটি শাখার ১০ শতাংশ কার্যক্রমকে নমুনা হিসেবে নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এছাড়া অনেক ব্যাংকে পরিদর্শন দলের চাওয়া তথ্য-উপাত্ত প্রদানে ইচ্ছেকৃত বিলম্বের নির্দেশনা থাকার ফলে পরিদর্শনের জন্য এই নির্ধারিত সময়কেও যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায় না।

২.৩.১.৪ পরিদর্শন দলের ক্ষমতা হ্রাস: পূর্বে পরিদর্শন দল প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিতে পারলেও বর্তমানে ডেপুটি গভর্নরের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। উল্লিখিত কারণসমূহ পরিদর্শন কার্যক্রমকে মন্থর করে এবং ব্যাংকিং খাতের অনেক অনিয়ম-দুর্নীতি ও জালিয়াতির ঘটনা উদঘাটনে বিলম্ব হয়।

২.৩.১.৫ পরিদর্শন সংখ্যা হ্রাস: বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা এবং ব্যাংকসমূহের শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও সার্বিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিদর্শন সংখ্যা হ্রাসের প্রবণতা লক্ষ করা যায়।* ব্যাংকের শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ব্যাংক পরিদর্শনের সংখ্যা হ্রাস লক্ষণীয়। ব্যাংকের যে সকল শাখায় ঋণ ও আমানতের পরিমাণ অধিক সেখানে পরিদর্শন বেশি হয়ে থাকে, ফলে অনেকক্ষেত্রে ইচ্ছেকৃত খেলাপিরা যে শাখায় পরিদর্শন কম হয় সেখান থেকে ঋণ নেওয়ার চেষ্টা করে থাকে।

অর্থ বছর	শাখার সংখ্যা*	বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট পরিদর্শন সংখ্যা**
২০১৪-১৫	৭৬৫১	২৪৯০টি
২০১৫-১৬	৭৯৭১	২৭৮৩ টি
২০১৬-১৭	৮২৪২	২৪১৩ টি
২০১৭-১৮	৮৬২৯	১৯১৭ টি

২.৩.১.৬ তথ্যের গুণগতমানে সমস্যা: অনেক ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক তথ্য গোপন বা ভুল তথ্য পাঠালে তা অফ-সাইট তদারকির মাধ্যমে ধরা পড়ে না ফলে অনিয়ম-দুর্নীতি, ঋণ জালিয়াতি চিহ্নিত করতে বিলম্ব হয়।

২.৩.১.৭ তথ্য পর্যালোচনায় বিলম্ব: বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের পরিচালনা পর্ষদের কার্যবিবরণী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে পাঠানো হলেও জনবলের ঘাটতির কারণে সকল ব্যাংকের কার্যবিবরণী পর্যালোচনা করতে দীর্ঘ সময় লাগে।

২.৩.১.৮ প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব: আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে অফ সাইট ও অনসাইট তদারকি, প্রতিবেদন তৈরি ও চূড়ান্তকরণ এবং প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা লক্ষ করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের একক বৃহত্তম ঋণ সীমা লঙ্ঘনের ঘটনা ২০০৭ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে সংঘটিত হলেও ২০১৬-১৭ সালে এই বিষয়টি ধরা পড়ে। এই ঘটনায় ব্যাংকের উক্ত শাখার ব্যবস্থাপক প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকলেও পরবর্তীতে সে পদোন্নতি পেয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হয়, পরবর্তীতে ২০২০ সালে এসে উক্ত জালিয়াতির সাথে তার সম্পৃক্তা উদঘাটিত হয় এবং তার অপসারণের সুপারিশ করা হয়।

২.৩.২ তদারকি কার্যক্রমে সুশাসন: অনিয়ম-দুর্নীতি প্রতিরোধ

২.৩.২.১ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন না করা: অনেক তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়িত না হওয়ায় তদন্ত কার্যক্রম মূল্যহীন হয়ে পড়ে। অনেকসময় "আর্থিকখাতের স্বার্থ বিপন্ন হতে পারে" এই অজুহাতে সংঘটিত অনিয়মের বিষয়গুলো প্রতিবেদনে উল্লেখ না করে অভিযুক্ত ব্যাংকসমূহকে শুধু মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয়।

২.৩.২.২ প্রতিবেদনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ বাদ দেওয়া: অনেক ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী পর্যায়ের দুই-একজন কর্মকর্তার সাথে কয়েকটি শিল্পগোষ্ঠীর যোগসাজশের মাধ্যমে পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লিখিত অনিয়ম চূড়ান্ত প্রতিবেদন থেকে বাদ দেওয়া হয়ে থাকে।

২.৩.২.৩ প্রতিবেদন গোপন করা: ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেওয়া বিভিন্ন ব্যাংকের তদন্ত প্রতিবেদনগুলো পরবর্তীতে আর ব্যবহার না করা হয় না। একজন মুখ্য তথ্যদাতা জানান যে 'সেগুলো ব্ল্যাক হোলে হারিয়ে যায়'।

২.৩.২.৪ দুর্বল তদন্ত প্রতিবেদন (আন্ডার রিপোর্টিং) করা: তদারকি কাজে নিয়ুক্ত কর্মকর্তাগণের একাংশ আর্থিক বা অন্যান্য সুবিধার বিনিময়ে প্রকৃত তথ্য গোপন করে দুর্বল তদন্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করে থাকে।

২.৩.২.৫ দায়িত্ব পালনে অনীহা/অবহেলা: সরকারের সুদৃষ্টিতে থেকে চাকুরীর মেয়াদ শেষে অন্যান্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের উচ্চ পর্যায়ে নিয়োগের আশায় বাংলাদেশ ব্যাংকের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একাংশ প্রভাবশালীদের অনিয়ম-দুর্নীতির বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী

---

* রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা

** বিশদ পরিদর্শন, মুখ্য ঝুঁকিভিত্তিক পরিদর্শন এবং বিশেষ পরিদর্শন

ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। এছাড়া পদোন্নতির জন্য একজন কর্মকর্তার কাজের মূল্যায়নে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক উচ্চ নম্বর পেতে হয়, ফলে তার সুনজরে থাকার জন্য অনৈতিক আরোপিত সিদ্ধান্ত/নির্দেশনা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

২.৩.২.৬ বাণিজ্যিক ব্যাংকের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে হৃদ্যতা/ স্বজনপ্রীতি: বেসরকারি ব্যাংকসমূহ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের একাংশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে অনেক ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণে বিরত থাকার অভিযোগ রয়েছে।

২.৩.২.৭ আবর্তমান দ্বার (revolving door) উদ্ভূত স্বার্থের দ্বন্দ্ব: বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অনেকে অবসরের পরপরই যে প্রতিষ্ঠানগুলোর তদারকি করতেন সেখানে উচ্চ পদে যোগদান করে থাকেন। চাকুরিকালীন সময়েই তাদের এই ধরনের প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং তারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করে থাকেন।

২.৩.৩ তদারকি কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি : তিনভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কিত জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়-

- **বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ:** সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বাইরে খাত সংশ্লিষ্ট বহিঃস্থ বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধির উপস্থিতি বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে।
- **সংসদ ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে জবাবদিহিতা:** নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির নিকট জবাবদিহিতা অর্থে জনগণের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয় এবং
- **তথ্যের উন্মুক্ততা:** তথ্য প্রকাশের মাধ্যমে সর্ব সাধারণের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়

তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের উল্লিখিত তিন ধরনের জবাবদিহি প্রক্রিয়াতেই ঘাটতি লক্ষণীয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বার্থের সংঘাত বিদ্যমান রয়েছে-

২.৩.৩.১ বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সীমিত ভূমিকা: বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা মূলতঃ প্রশাসনিক (যেমন, নতুন বিভাগ অনুমোদন) ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত (বাজেট অনুমোদন) গ্রহণের মধ্যে সীমিত। ব্যাংকিং সংশ্লিষ্ট কোন নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নে পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদন নেওয়ার বিষয়টি আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সৌজন্যতাবশত ও আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে পর্ষদ সভায় অন্তবর্তীকালীন সময়ের প্রতিবেদন, কার্যবিবরণীসমূহ উপস্থাপন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের মধ্যে সরকারি প্রতিনিধির সংখ্যা অনেক বেশি (বর্তমান ও সাবেক আমলা মিলিয়ে পাঁচ জন) হওয়ার ফলে সরকারের নির্বাহী বিভাগের মতামত বা হস্তক্ষেপের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া বাকী সদস্যও সরকারের পছন্দ মোতাবেক নিযুক্ত হওয়ার ফলে এই পর্ষদ একটি স্বাধীন জবাবদিহি কাঠামোর অংশ হয়ে উঠতে পারেনি। এছাড়া সরকার কর্তৃক চারজন মনোনিত সদস্য রাখার কথা থাকলেও বর্তমানে তিন জন রাখা হয়েছে। যার ফলে পর্ষদের ভুমিকা আরও সীমিত হয়েছে।

২.৩.৩.২ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে জবাবদিহিতায় ঘাটতি: বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২ এর মাধ্যমে সংসদীয় কমিটির নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে জবাবদিহিতার বাধ্যবাধকতা প্রদান করা হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কাছে প্রতিবেদন প্রেরণের বাধ্যবাধকতা বাংলাদেশ ব্যাংকের থাকলেও, মন্ত্রী-সাংসদসহ বিপুল সংখ্যক রাজনৈতিক ব্যক্তি ব্যাংকিং খাতের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে এই জবাবদিহি কাঠামো ততটা কার্যকর হয়ে উঠতে পারেনি। বিগত তিনটি সংসদের সংসদীয় কমিটিগুলোতে এক বা একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ঋণ বিতরণে অনিয়মের কারণে বাংলাদেশ ব্যাংক চতুর্থ প্রজন্মের একটি ব্যাংকে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করার চার দিনের মধ্যে সরকারি হিসাব-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের নিরীক্ষা বিভাগকে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক কর্মকাণ্ডের ওপর একটি বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালনার সুপারিশ করে তার ভিত্তিতে একটি প্রতিবেদন করতে বলে। এছাড়া একটি কমিটি কর্তৃক একটি বৃহৎ ঋণ কেলেঙ্কারী বিষয়ে তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করা হলেও তা প্রকাশে সভাপতি অনীহা প্রকাশ করে এবং পরবর্তীতে উক্ত তদন্ত প্রতিবেদন কমিটির আলোচ্য সূচিতেও রাখা হয় নি।

২.৩.৩.৩ বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও নীতি প্রণয়নের কারণ ও ব্যাখ্যা প্রকাশে ঘাটতি: বাংলাদেশ ব্যাংক বার্ষিক, ষান্মাসিক, ত্রৈমাসিক ভিত্তিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে যেখানে ব্যাংকিং খাতের কিছু সার্বিক চিত্র এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী থাকে। কিন্তু নীতি প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, প্রধান প্রধান নীতি গ্রহণের ব্যাখ্যা, নীতি গ্রহণের কারণ, অন্যান্য নীতির উপর এই সকল নীতির সম্ভাব্য প্রভাবের ব্যাখ্যা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সভার কার্যবিবরণী, সিদ্ধান্ত গ্রহণে সভার সদস্যদের ভোট ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য প্রকাশ বা তথ্যের উন্মুক্ততায় যথেষ্ট ঘাটতি লক্ষণীয়। এর ফলে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনেক সিদ্ধান্ত কিছু ব্যবসায়ী গ্রুপের অনুকূলে যায় এবং আমানতকারীর স্বার্থ পরিপন্থি হয়।

২.৩.৩.৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্ষদ সদস্য/গভর্নর/ডেপুটি গভর্নর নিয়োগে স্বচ্ছতার ঘাটতি: বাংলাদেশ ব্যাংকের উচ্চ পর্যায়ের (পর্ষদ সদস্য বা গভর্নর) নিয়োগ প্রক্রিয়া, মেয়াদকাল, পরিবর্তনের প্রক্রিয়া, দ্বায়িত্বের পরিধি কী হবে ইত্যাদি বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট নীতিমালা না থাকার কারণে পরিচালনা পর্ষদ সদস্য, গভর্নর, ডেপুটি গভর্নর ইত্যাদি নীতি নির্ধারনী পদসমূহে নিয়োগের সুস্পষ্ট এবং বিস্তারিত ব্যাখ্যার ঘাটতি লক্ষ করা যায়।

২.৩.৩.৫ বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য প্রকাশে ঘাটতি: সকল ধরনের তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ ব্যাংকের পক্ষ থেকে তা "আর্থিক খাতের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে" নির্বিচারে এই অজুহাত দেখানো হয়। ফলে ঋণ খেলাপি ও ব্যাংকের অবস্থা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। সাম্প্রতিক সময়ে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রেরিত তিনশত ঋণ খেলাপির তালিকা প্রকাশ করা হলেও সেখানে শুধু প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু এই তিনশত প্রতিষ্ঠানের তালিকা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে একই ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ নিয়েছে এবং খেলাপি হয়েছে। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি একাধিক প্রতিষ্ঠানের নামে ঋণ গ্রহণ করেছে তাদের নাম প্রকাশ করা হয়নি। এছাড়া যারা একাধিকবার রাজনৈতিক বিচেনায় ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ করে পুণরায় ঋণ খেলাপি হয়েছে তাদের নামও কখনও প্রকাশ করা হয় না। বর্তমান গবেষণার জন্য একাধিকবার লিখিত অনুরোধ সত্ত্বেও বাংলাদেশ ব্যাংক সাক্ষাৎকার ও তথ্য প্রদান করেনি। পরবর্তীতে তথ্য অধিকার আইনে আবেদন করার পরও তথ্য না দেওয়ায় তথ্য কমিশনে আপীল করা হয়। তারপরেও নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আংশিকভাবে তথ্য প্রদান করা হয়।

২.৪ সার্বিক পর্যবেক্ষণ: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিলক্ষিত হয় যে, সরকারি নীতি ও কৌশলসমূহে খেলাপি ঋণ নিয়ন্ত্রণ, ব্যাংকিং খাত সংস্কার ও নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের অধিকতর সুশাসনের কথা বলা হলেও এগুলো বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি রয়েছে। ব্যবসায়ীদের ইচ্ছায় সরকার কর্তৃক তাদের অনুকূলে আইন পরিবর্তন এবং রাজনৈতিক বিবেচনায় অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং খাতে ব্যবসায়ীদের অবাধ প্রবেশ ও নিয়ন্ত্রণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে অন্য দিকে আইনগত বাধা, সচ্ছিার ঘাটতি ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এর প্রাপ্ত ক্ষমতা চর্চা করতে না পারা, তদারকি সক্ষমতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি এবং তদারকি কার্যক্রমে অনিয়ম-দুর্নীতির কারণে ব্যাংকিং খাতের নিয়ন্ত্রক ভূমিকা থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রমশ অবনমন ঘটেছে এবং স্বার্থসংশ্লিষ্টদের আজ্ঞাবাহীতে পরিণত করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের দুর্বল নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি, সরকারের সদিচ্ছার ঘাটতি এবং রাজনৈতিক প্রভাব ও হস্তক্ষেপের কারণে ব্যাংকিং খাতে আইনের লঙ্ঘন ও অনিয়ম-দুর্নীতির মাত্রা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার মাধ্যমে কয়েকটি ব্যবসায়ী গ্রুপ কর্তৃক সমগ্র ব্যাংকিং খাতে পরিবারতন্ত্র বা গোষ্ঠীতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং সিন্ডিকেটের মাধ্যমে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি উভয় ধরনের ব্যাংক থেকে আমানতকারীদের হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ হিসেবে নিজেদের ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের দখলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। খেলাপি ঋণ আদায়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঋণ খেলাপিদের অনুকূলে বারবার আইন সংশোধন ও নীতি প্রণয়ন ব্যাংকিং খাতকে ঋণ খেলাপি বান্ধব করেছে এবং খেলাপি ঋণকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ করেছে যা নিয়মিত ঋণ গ্রহীতাকে খেলাপি হতে উৎসাহিত করছে। এসকল কারণে সৃষ্ট বিপুল পরিমাণে খেলাপি ঋণ ব্যাংকিং খাতে বিশেষত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে চরম মূলধন সংকট তৈরি করেছে। এই সংকট কাটাতে প্রতি বছর রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোতে জনগণের করের টাকা থেকে ভর্তুকি দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ কিছু মানুষের অনিয়ম-দুর্নীতির বোঝা ক্রমাগতভাবে জনগণের উপর চাপানো হচ্ছে। খেলাপি ঋণ অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ ও বিদেশে অর্থ পাচার, জাতীয় অর্থনীতির বিকাশে ব্যাংকিং খাতের কাঙ্ক্ষিত ভূমিকাকে ব্যাহত করছে।

২.৫ সুপারিশ: গবেষণার আলোকে ব্যাংকিং খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে সুস্থ ও নিরাপদ ব্যাংকিং ব্যবস্থা কায়েমে নিম্নোক্ত সুপারিশ করা হলো-

১. ব্যাংকিং খাত সংশ্লিষ্ট নিরপেক্ষ, স্বনামধন্য, স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত, স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম এমন দক্ষ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন ব্যাংকিং কমিশন গঠন করতে হবে। উক্ত কমিশন বাংলাদেশ ব্যাংকসহ ব্যাংকিং খাত সংস্কারের জন্য একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করবে, যেখানে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকবে

২. ব্যাংক কোম্পানী আইনের ৪৬ ও ৪৭ ধারা সংশোধন করে বাংলাদেশ ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে

৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ সদস্য, গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর নিয়োগ ও অপসারণ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট লিখিত নীতিমালা করতে হবে; যেখানে নিয়োগ অনুসন্ধান কমিটির গঠন, দায়িত্ব-কর্তব্য এবং নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকবে

৪. বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে তিনজন সরকারি কর্মকর্তার স্থলে বেসরকারি প্রতিনিধির (খাত সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ যেমন আর্থিক খাত ও সুশাসন বিষয়ক) সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে

৫. ব্যাংক সংশ্লিষ্ট আইনসমূহে আমানতকারীর স্বার্থ পরিপন্থী ও ব্যাংকিং খাতে পরিবারতন্ত্র কায়েমে সহায়ক সকল ধারা সংশোধন/বাতিল করতে হবে (যেমন, একই পরিবারের পরিচালক সংখ্যা ও পরিচালকের মেয়াদ হ্রাস, পর্ষদের মোট সদস্য সংখ্যা হ্রাস করা ইত্যাদি)

৬. রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসহ সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের পরিচালক নিয়োগে অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে একটি প্যানেল তৈরি এবং সেখান থেকে বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালক নিয়োগের বিধান করতে হবে; রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ব্যক্তিদের ব্যাংক পরিচালক হওয়া থেকে বিরত রাখার বিধান করতে হবে এবং ব্যাংক পরিচালকদের ঋণ বাংলাদেশ ব্যাংকের সরাসরি নজরদারির মাধ্যমে অনুমোদনের ব্যবস্থা রাখতে হবে

৭. আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশ প্রাপ্ত খেলাপি ঋণের বিপরীতে প্রভিশনিং রাখার বিধান প্রণয়ন করতে হবে

৮. বারবার ঋণ পুনঃতফসিল ও পুনর্গঠন করে খেলাপি হওয়া ব্যক্তিদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে

৯. ব্যাংক পরিদর্শনের সংখ্যা ও সময়কাল বৃদ্ধি, প্রত্যক্ষভাবে পরিদর্শন কাজের সাথে সম্পৃক্ত বিভাগসমূহের শূন্য পদসমূহ অবিলম্বে পূরণ, পরিদর্শন প্রতিবেদন যুক্তিসংগত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত ও এর সুপারিশ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং পরিদর্শনে তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা পরিদর্শন দলকে দিতে হবে

১০. তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি ও বাস্তবায়নে সংঘটিত অনিয়ম-দুর্নীতির সাথে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে